মডিউল-১৮

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-2

কোর্স নাম -বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব (দ্বিতীয় বিভাগ)

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-৩ : বিষয়-বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি ও প্রকৃতি

বিন্যাসক্রম

১৮.১-উদ্দেশ্য
১৮.২-প্রস্তাবনা
১৮.৩-ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ বা রীতি
১৮.৪-ধ্বনি পরিবর্তনের প্রকৃতি বা সাধারণ পদ্ধতি
১৮.৫-বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তনের পদ্ধতি
১৮.৬-বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনের পদ্ধতি
১৮.৭-সারাংশ
১৮.৮-আদর্শ প্রশ্নাবলী
১৮.৯-গ্রন্থপঞ্জী
১৮.১০-উত্তর সংকেত

১৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে পাঠক-পাঠিকারা

- বাংলা ভাষার ধ্বনির প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।
- বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের ব্যাপারটিকে বুঝতে পরবে।
- ধ্বনি পরিবর্তনের কারণগুলি সম্পর্কে অবগত হবে।
- ধ্বনি পরিবর্তনের প্রকৃতি বা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে।
- বাংলা ভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির ধারাটি সম্পর্কে জানতে পারবে।

১৮.২ প্রস্তাবনা

যে কোনো ভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে থাকে। বাংলা ভাষা ও তার ব্যতিক্রম নয়। লোকমুখে ভাষা ব্যবহৃত হতে হতে আমাদের অজান্তেই ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে যায়। ধ্বনি পরিবর্তনের

ব্যাপারটি খুব সূক্ষ্মভাবে হয়ে থাকে। আমরা যখন ভাষা ব্যবহার করি তখন অসচেতন ভাবেই ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে যায়। আমরা তা বুঝতে পারি না। এখন আমাদের জানতে হবে ধ্বনি কী? সাধারণভাবে বললে ধ্বনি হল মানুষের ইচ্ছায়–তার গলা থেকে নির্গত স্বর বায়ুস্তরে শোনার মতো যে স্পন্দন তোলে, তাকে ধ্বনি বলে।

যেমন–অ, আ, ক, খ, চ, ছ প্রভৃতি। এই ধ্বনি দুই প্রকার। যথা–(ক) স্বরধ্বনি ও (খ) ব্যঞ্জন ধ্বনি।

(ক) স্বরধ্বনি–যে ধ্বনি উচ্চারণে কোনো বাধা পায় না, সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় তাকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন–অ, আ, ই ইত্যাদি।

(খ) ব্যঞ্জনধ্বনি– যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন–ক, খ, চ, ছ প্রভৃতি।

বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে পারস্পরিকভাবে বিনিময়ের মাধ্যম হল ধ্বনি। বক্তার বলার সঙ্গে শ্রোতার শোনার তফাৎ ঘটলে ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে যায়। এই ধ্বনি পরিবর্তনের নানাবিধ কারণ হয়েছে। এই কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১৮.৩ ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণসমূহকে নানাজন নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেন। এই সবগুলি মতের সমবায়ে প্রধানত একটি সিদ্ধান্ত আমরা প্রাথমিকভাবেই করতে পারি–ধ্বনি পরিবর্তনের জন্য দায়ী দুটি কারণ, একটি–ভাষার উপর বহিঃপ্রভাব এবং অন্যটি আভ্যন্তরীণ। এই বাহ্য বা বহিঃপ্রভাবজাত কারণগুলির মধ্যে রয়েছে অন্যভাষার সংশ্রব, বিশেষ কোনো ব্যক্তির প্রভাব বা লিপিবিভ্রাট। আভ্যন্তরীণ কারণগুলি প্রধান নির্ভর করে ভাষা ব্যবহারকারী বক্তা ও শ্রোতার উপর–বক্তার জিহ্বার জড়তা, শ্রোতার সঠিক না শুনতে পাওয়া, দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে উচ্চারণবিকৃতি, উচ্চারণের প্রয়াস লাঘব এবং সর্বোপরি বক্তা-শ্রোতার মানসিক কিছু কারণ এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আসুন, আমরা নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে এই কারণগুলিকে চিহ্নিত করি–

(ক) ধ্বনি পরিবর্তনে বাহ্যিক প্রভাব।
(খ) ধ্বনি পরিবর্তনের বক্তা-শ্রোতার শারীরিক কারণ।
(গ) ধ্বনি পরিবর্তনের বক্ত-শ্রোতার মানসিক কারণ।

(ক) ধ্বনি পরিবর্তনে বাহ্যিক প্রভাব:

ভিন্ন ভাষার প্রভাব–কোনো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভিন্ন কোনো ভাষাগোষ্ঠীর সংশ্রবে এলে একভাষার কিছু ধ্বনির অন্যভাষায় সংক্রামিত হতে পারে। যেমন আরবি ও ইংরেজিভাষার সংস্পর্শে বাংলার ওষ্ঠধ্বনি 'ফ' রূপান্তরিত হয়েছে দন্তোষ্ঠ্য 'ফ' ধ্বনিতে।

ব্যক্তিগত প্রভাব–কোনো পরিবার বা ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণরীতি অপর কোনো ব্যক্তির উচ্চারণ বা সামগ্রিকভাবে ভাষার ধ্বনিতে পরিবর্তন আনতে পারে। 'শ' ধ্বনিটির এইরকম বিশিষ্ট উচ্চারণ

আজকাল রেডিও বা দূরদর্শনের ঘোষক-ঘোষিকার মুখে হয়ত শুনে থাকবেন।

লিপিবিভ্রাট– কোনো এক ভাষার শব অপর ভাষায় শিখতে গেলে, সমধ্বনিপ্রকাশক বর্ণের অভাবে অনেক সময় কাছাকাছি উচ্চারণে নিয়ে আসা হয়। এরফলে ধ্বনিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। যেমন–চিনের রাজধানীর নাম পিকিং/ পেইচিং / বেইজিং নানারকমভাবে লেখা হয়, অথচ এর কোনোটিই চিনাভাষায় মূল উচ্চারণের সদৃশ নয়। ইংরেজি নামকরণেও দেখবেন এরকম ধ্বনিবিভ্রাট অনেক হয়েছে, যেমন–'কলকাতা' হয়েছে 'ক্যালকাটা' পদবী 'বসু' হয়েছে 'বোস'।

(খ) বক্তা-শ্রোতার শারীরিক কারণ:

বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি–জিহ্বার জড়তা থাকলে অনেক সময় কোনো ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারিত না হয়ে ভিন্নতর রূপ লাভ করে। যেমন সংস্কৃত 'ষ' ধ্বনিটি বাংলায় 'শ'-এ পরিণত হয়েছে।

শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি–শ্রোতার শ্রবণযন্ত্রে কোনো ত্রুটি থাকলে বক্তার কথা যথাযথভাবে তিনি শুনতে পাবেন না। সেক্ষেত্রেও ধ্বনিপরিবর্তন গটে যেতে পারে। তবে এরকম পরিবর্তন সামগ্রিক ভাষার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

উচ্চারণে অক্ষমতা–অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে দুরুচ্চার্য শব্দ বা বিদেশি শব্দ উচ্চারণে অনেক সময় এই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। যেমন–ইংরেজি Box শব্দটি আমাদের উচ্চারণে হয়েছে 'বাকস্' বা বেঞ্চ > বেঞ্চি। মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত গল্পে পাই তিনি 'উষ্ট্র'কে বলেছিলেন 'উট্র'।

উচ্চারণে দ্রুততা–খুব তাড়াতাড়ি কথা বলার সময় শব্দমধ্যস্থ কোনো ধ্বনি স্খলিত হয়ে পড়তে পারে, যার ফলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। যেমন–কোথা যাবে >কোজ্জাবে বা কোথা থেকে >কোত্থেকে।

অল্পায়াসপ্রবণতা–শব্দের উচ্চারণকে সহজ করার জন্য অনেকসময় নানাবিধ উপায়ে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটনা। যেমন– যুক্তব্যঞ্জন ভেঙেগ (জন্ম > জনম), অন্যধ্বনি জুড়ে (স্কুল > ইস্কুল), দুটি আলাদা ব্যঞ্জনকে একই ব্যঞ্জনে পরিণত করে (কর্ম > কম্মো) বা ধ্বনি লুপ্ত করে (মধু > মউ)।

শ্বাসাঘাত–নিজের অজান্তে শব্দের মধ্যে সঠিক জায়গায় শ্বাসাঘাত না পড়লে, ধ্বনিতে পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন– গামোছা > গাম্‌ছা, অলাবা > লাউ।

(গ) বক্তা-শ্রোতার মানসিক কারণ:

অজ্ঞতা–অজ্ঞতাহেতু অনেকসময় যথাযথ উচ্চারণে অক্ষমতা আসে। না জেনে ভুল শব্দকে যুদ্ধ ভেবে উচ্চারণ করলেও ধ্বনিপরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন– ব্যাজ (Badge) > ব্যাজ, উচ্চারণ > উশ্চারণ।

ভাবপ্রবণতা–আবেগাতিশয্যে অনেক সময় শব্দে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন–সবাই > সব্বাই, ছোট > ছোট্ট, সকলে > সক্কলে, একেবারে > এক্কেবারে।

বিশুদ্ধিপ্রবণতা–অনেক সময় শব্দকে সাধুভাষার উপযোগী বা শিষ্টতর রূপ দিতে গিয়ে, শুদ্ধ শব্দকে অশুদ্ধ বিবেচনা করে, তার ধ্বনিপরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন–পুষ্ট > পুরুষ্ট।

ছন্দ রক্ষা—কবিতায় ছন্দ বজায় রাখার জন্য অনেক সময় শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন— স্নান > সিনান, মুক্ত > মুকুতা।

লোকনিরুক্তি—অপরিচিত বিদেশি শব্দকে নিজে ভাষার চেনা শব্দের সদৃশ করে উচ্চারণ করার চেষ্টায় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন— 'হাঁসপাতাল' শব্দটি— 'Hospital'-কে 'হাঁস' ও 'পাতাল' শব্দের সাদৃশ্যে নিয়ে আসা ফলশ্রুতি।

সাদৃশ্য—কোনো দুটি সদৃশ শব্দের কোনো একটিতে যদি কোনো ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, তবে অপরটিতেও সেই পরিবর্তন ঘটবে, এই বোধ থেকে অপর শব্দটিতেও ধ্বনি পরিবর্তন ঘটান হয়। যেমন—'বৌ' আর 'বউড়ি' শব্দদুটি সমার্থক। এদেরই সাদৃশ্যে 'শাস' শব্দটিকে করা হয়ে 'শাসুড়ি', 'ঝি' হয়েছে 'ঝিউড়ি'।

১৮.৪ ধ্বনি পরিবর্তনের সাধারণ প্রক্রিয়া

এইভাবে নানা কারণে শব্দস্থিত ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত হয়। বিভিন্ন শব্দের মূল রূপ এবং পরিবর্তিত রূপের যদি একটি তালিকা তৈরি করেন, তবে একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন— ধ্বনিগত পরিবর্তনের সাধারণ কয়েকটি প্রক্রিয়া শব্দগুলির ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়েছে। আসুন, এবার আমরা এই সাধারণ প্রক্রিয়া বা নিয়মগুলিকে লক্ষ করি। মূলত চারিটি নিয়মে বাংলা শব্দের যাবতীয় পরিবর্তনগুলিকে গুচ্ছবন্ধ করা সম্ভব, যে চারটি নিয়ম হল নিম্নপ্রকার—

(১) **ধ্বনির সংযোজন**—উচ্চারণের সুবিধার্থে বা সৌন্দর্যসাধনে শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত অবস্থানে নতুন কোনো ধ্বনি যুক্ত করা হয়। যেমন— স্পর্ধা > আস্পর্ধা, গ্লাস > গেলা, মিষ্ট > মিষ্টি।

(২) **ধ্বনির বিয়োজন**—উচ্চারণে দ্রুততায় বা অন্য ধ্বনিতে প্রবল শ্বাসসাঘাত পড়ায়, শব্দস্থিত কোনো ধ্বনি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন—উদ্ধার > ধার, কলিকাতা > কলকাতা, জল > জল্ ইত্যাদি। ধ্বনিলোপ শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত—যেকোন অবস্থানেই ঘটতে পারে।

(৩) **ধ্বনি পরিবর্তন**—উচ্চারণের সুবিধার্তে অনেকসময় এক ধ্বনি পরিবর্তে অন্যধ্বনি ব্যবহার করে শব্দকে সহজতর রূপ দেওয়া হয়। যেমন— কর্ম > কম্মো (র > ম), জুতা > জুতো (আ > ও), কাক > কাগ (ক > গ)।

(৪) **ধ্বনির স্থান পরিবর্তন**—উচ্চারণের দ্রুততায় বা অজ্ঞতাহেতু অনেকসময় শব্দস্থিত ধ্বনিদ্বয় পরস্পর স্থান বদল করে। যেমন—রিক্সা > রিক্সা, মুকুট > মুটুক।

১৮.৫ বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তন

আপনি ধ্বনিপরিবর্তনের চারটি সূত্র দেখলে। এইবার এই চারটি সূত্র অনুযায়ী বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ধারাটিকে সজ্জিত করে নিয়ে, আসুন তার গতিপ্রকৃতিটি বুঝে নেওয়া যাক।

১৮.৫.১. স্বরধ্বনির সংযোজন:

স্বরাগম: উচ্চারণসৌন্দর্যের জন্য বা উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তে স্বরধ্বনি এনে বসাবার রীতিকে স্বরাগম বলা হয়। যেমন–

আদিস্বরাগম–স্ত্রী > ইস্ত্রি (প্রাকৃতে), স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

মধ্যস্বরাগম–একে বাংলা ব্যাকরণে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ নামে অভিহিত করা হয়।

যেমন–ইন্দ্রা > ইন্দিরা, ভক্তি > ভকতি, ফিল্ম > ফিলিম, প্রীতি > পিরীতি।

অন্তস্বরাগম–দিশ > দিশা, কায় > কায়া, ট্যাকস > ট্যাকসো, মিষ্ট > মিষ্টি।

১৮.৫.২. স্বরধ্বনির বিয়োজন:

স্বরলোপ: শব্দস্থিত স্বরধ্বনি অনেকসময় লুপ্ত হয়ে যায় দুর্বল শ্বাসাঘাত বা শ্বাসাঘাতহীনতার কারণে। এক্ষেত্রে লুপ্ত স্বরধ্বনি বাদে অন্য কোনো ধ্বনিতে শ্বাসাঘাত পড়ে। এই রীতিটিকেই স্বরলোপ বলা হয়। এই জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তনও শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত–তিনরকম অবস্থানেই ঘটতে পারে।

আদিস্বরলোপ–অভ্যন্তর > ভিতর, আনোনা > নোনা, উদুম্বুর > ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ–গামোছা > গামছা, আমাড়া > আমড়া, ঘোড়াদৌড় > ঘোড়দৌড়।

অন্তস্বরলোপ–ফল > ফল্, ষট্ > ছয় > ছ’, বৃদ্ধি > বাড়্, রাতি > রাত।

১৮.৫.৩. স্বরধ্বনির পরিবর্তন:

স্বরসঙ্গতি: বাংলায়, বিশেষ করে মৌখিক বা চলিত বাংলায়, কোনো কোনো শব্দে পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়, বাংলার উচ্চারণগত সেই বিশিষ্ট রীতিকে স্বরসঙ্গতি বলে। স্বরসঙ্গতি চার প্রকার–

(ক) পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তীস্বর পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙগতি বলে। যেমন–জুতা > জুতো, ঠিকা > ঠিকে।

(খ) পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বর পরিবর্তিত হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– অতি > ওতি, মিশে > মেশে।

(গ) পূর্ব এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে এই দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– বিলাতি > বিলিতি।

(ঘ) পূর্ব এবং পরবর্তী স্বর উভয়েই যদি পারস্পরিক প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তবে তাকে বলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি। যেমন– ঝোলা > ঝুলি।

অভিশ্রুতি: অপিনিহিতি-জাত ‘ই’-কার বা ‘উ’-কার এক বিশেষ সন্ধির নিয়মে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে তার রূপের যে পরিবর্তন ঘটায়, সেই পরিবর্তনই হল অভিশ্রুতি। যেমন–মাছুয়া > মাইছা (অপিনিহিতি) > মেছো (অভিশ্রুতি), রাখিয়া > রাইখ্যা (অপিনিহিতি) > রেখে (অভিশ্রুতি)।

১৮.৫.৪. স্বরধ্বনির স্থান-পরিবর্তন:

অপিনিহিতি: শব্দের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনযুক্ত কোনো 'ই'-কার বা 'উ'-কার থাকলে, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যবহিত আগেই উচ্চারণ করে ফেলার রীতিকে অপিনিহিত বলে। যেমন– আজি > আইজ, চারি > চাইর, গাছুয়া > গউচ্ছা, কন্যা > কইন্যা, বাক্য > বাইক্ক।

১৮.৬ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন :

বাংলা স্বরধ্বনির মত বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকেও আমরা ধ্বনি পরিবর্তনের ওই চারটি সূত্র অনুযায়ী বিন্যস্ত করেই এইবার পর্যালোচনা করব।

১৮.৬.১. ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোজন:

ব্যঞ্জনাগম: স্বরধ্বনির মতোই শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত অবস্থানে বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্ত করার প্রবণতা বাংলা ভাষায় দেখা যায়। এই রীতিকে বলা হয় ব্যঞ্জনাগম। যেমন–

শব্দের আদিতে– ওঝা > রোজা, উপকথা > রূপকথা,.।

শব্দের মধ্যে– বানর > বান্দর, মকদ্দমা > মোকর্দমা, অম্ল > অম্বল, পুষ্ট > পুরুষ্ট,

শব্দের শেষে– ছাই > ছালি, তাঐ > তালৈ।

শ্রুতিধ্বনি: পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি নিলে যৌগিকস্বর উৎপন্ন না হলে, ওই দুই স্বরের মাঝখানে একটি অর্ধব্যঞ্জনের আগন ঘটে। এইরকম ধ্বনির আগমনেক শ্রুতিধ্বনি বলে। য, ব, হ ইত্যাদি ধ্বনিকে শ্রুতিধ্বনি হিসেবে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন–

কি করে খাই > কিয়ার খাই

যা + আ > যাওয়া ('ওরা' আসলে অন্তঃস্থ 'ব' আ)

বিপুলা > বিউলা > বেহুলা

রাজকুল > রাউল > রাহুল

১৮.৬.২. ব্যঞ্জনধ্বনির বিয়োজন:

ব্যঞ্জনলোপ: স্বরধ্বনির মতোই শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তস্থিত ব্যঞ্জন অনেকসময় লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন–

আদি ব্যঞ্জন লোপ–স্থিত > থিতু, শ্মশান > মশান।

মধ্য ব্যঞ্জন লোপ–শৃগাল > শিয়াল, ফলাহার > ফলার, অন্ধকার > আঁধার।

অন্তব্যঞ্জন লোপ– কহি > কই, আম্র > আম, রাধিকা > রাই।

সমাক্ষরলোপ: পাশাপাশি অবস্থিত সদৃশ বা সমধ্বনির ব্যঞ্জন উচ্চারণ দ্রুততায় অনেক সময় লুপ্ত হয়ে যায়, যাকে বলা হয়সমাক্ষর লোপ।

যেমন– পটললতা > পলতা, পাটকাঠি > প্যাকাটি, মধ্যদেশীয় > মদেশীয়া, বড়দাদা > বড়দা, ছোটকাকা > ছোটকা।

১৮.৬.৩. ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান-পরিবর্তন:

বিপর্যাস / বর্ণবিপর্যয়: শব্দমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনিদ্বয় যদি পরস্পরের স্থান বিনিময় করে, তবে সেই রীতিটাকে বলা হয় বিপর্যাস বা বর্ণবিপর্যয়।

যেমন–পিশাচ > পিচাশ, বারাণসী > বেনারস, হ্রদ > দহ, প্লাটুন > পল্টন।

১৮.৬.৪. ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন:

সমীভবন: পাশাপাশি বা যুক্ত অবস্থায় থাকা দুটি পৃথক ব্যঞ্জনধ্বনিকে সদৃশ বা একই ব্যঞ্জনে পরিণত করার যে প্রবণতা, তাকে বলা হয় সমীভবন। সমীভবন তিন প্রকার–

(ক) পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি সমতাপ্রাপ্ত হলে তাকে বলা হয় প্রগত সমীভবন। যেমন পদ্ম > পদ্দ, পক্ব > পক্ক।

(খ) পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন সম অবস্থায় এলে তাকে বলা হয় পরাগত সমীভবন। যেমন–কর্ম > কম্মো, তর্ক > তক্কো, মূর্খ > মুখ্খু, সাতজন > সাজ্জন।

(গ) যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ব্যঞ্জনই পরস্পরের প্রভাবে বদলে গিয়ে অন্য আরেকটি ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, তখন তাকে বলা হয় অন্যোন্য সমীভবন। যেমন–অদ্য > অজ্জ > আজ, সত্য > সচ্চ (প্রাকৃতে)।

বিসমীভবন: শব্দস্থিত দুটি সদৃশ বা সমব্যঞ্জনের কোনো একটি যদি পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, তবে তাকে বলে বিষমীভবন। এই প্রক্রিয়াটি সমীভবনের বিপরীত বলা যায়।

যেমন–শরীর > শরীল, লাল > নাল, মর্মর > মার্বল।

ঘোষীভবন ও অঘোষীভবন: শব্দের অঘোষধ্বনিকে গোষধ্বনিতে রূপান্তরিত করলে তাকে বলা হয় ঘোষীভবন। এরই বিপরীতক্রমে ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে, তাকে বলে অঘোষীভবন। যেন–

ঘোষীভবন–কাক > কাগ (ক > গ), বাপবেটা > বাববেটা (প > ব)।

অঘোষীভবন–গুলাব > গোলাপ (ব > প), বীজ > বীচি (জ > চ)।

মহাপ্রাণীভবন ও অল্পপ্রাণীভবন: কোনো মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন যদি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তর লাভ করে তবে তাকে বলা হয় মহাপ্রাণীভবন। এরই উল্টোদিকে মহাপ্রাণ কোনো বাঞ্জন যদি অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়, তবে তাকে বলে অল্পপ্রাণীভবন। যেমন–

মহাপ্রাণীভবন–কাঁটাল > কাঁঠাল (ট > ঠ), মস্তক > মাথা (ত > থ)

অল্পপ্রণীভবন–সুখ > সুক (খ > ক), মধু > মদু (ধ > দ), শৃঙ্খল > শেকল (খ > ক)।

নাসিক্যীভবন ও বিনাসিক্যীভবন: নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়ে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ ও অনুনাসিক করে তোলে তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় নাসিক্যীভবন।

যেমন– হংস > হাঁস, দন্ত > দাঁত, কণ্টক > কাঁটা, সন্ধ্যা > সাঁঝ।

অনেক সময় নাসিক্যব্যঞ্জনের উপস্থিতি–লোপ ইত্যাদি ব্যতীতই শব্দস্থিত কোনো ধ্বনি অনুনাসিক হয়ে উঠতে পারে। একে বলা হয় স্বতঃ নাসিক্যীভবন।

যেমন–পুস্তক > পুঁথি, ইষ্টক > ইঁট, পেচক > পেঁচা, যুথী > জুঁই, সূচ > ছুঁচ।

শব্দের নাসিক্য ব্যঞ্জন লুপ্ত হযে গিয়ে যদি অন্য কোনো ধ্বনিকে অনুনাসিক না করে তোলে, তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বিনাসিক্যীভবন। যেমন–মঞ্চ > মাচা, কিঞ্চিৎ > কিছু, শৃঙ্খল > শিকল, অভ্যন্তর > ভিতর।

মূর্ধণ্যীভবন: ঋ, র, ষ ধ্বনি বা কোনো মূর্ধণ্যধ্বনির প্রভাবে দন্ত্যধ্বনি মূর্ধণ্যধএাবনিতে পরিণত হলে তাকে মূর্ধণ্যীভবন বলা হয়। যেমন– বিকৃত > বিকট (ত > ট), তির্যক > টেরা, মৃত্তিকা > মাটি), দক্ষিণ > ডাইন > ডান (দ > ড)।

অনেক সময় কোনো ধ্বনির প্রভাব ব্যতীতই দন্ত্যধ্বনির মূর্ধণ্যীভবন ঘটে যাকে বলা হয় স্বতঃমূর্ধণ্যীভবন। যেমন–পততি > পড়ই > পড়ে, দংশক > ডাঁশা, বাল্‌তি > বাল্‌টি।

দ্বিতীভবন: শ্বাসাঘাতের কারণে, বক্তার আবেগপ্রাবল্যে বা গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে একক ব্যঞ্জনকে অনেক সময় যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত করা হয়, যাকে বলে দ্বিত্বীভবন। যেমন–সকাল > সক্কাল, ছোট > ছোট্ট, সবাই > সব্বাই।

এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনির আরও বহুবিধ পরিবর্তন ভাষাদেহের বহু অংশেই লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

উষ্মীভবন–ফুল > ফুল, জানতে > জানতে।

সকারীভবন–গাছতলা > গাস্‌তলা, পাঁচসের > পাঁসসের।

রকায়ীভবন–পঞ্চদশ > পন্নড়পন, দ্বাদশ > বরাহ > বার।

তালব্যীভবন–মধ্য > মাঝ, চিকিৎসা > চিকিচ্ছে।

১৮.৭ সারাংশ

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় নিশ্চয়ই অনুভব করতে পেরেছেন যে, কোনো ভাষার ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হলেও শব্দে বা বাক্যে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন তার উপর তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ধ্বনির প্রভাব কার্যকর হয়। আসুন, সংক্ষেপে আরেকবার সমগ্র বিষয়টিকে ঝালিয়ে নিই–

ধ্বনির পরিবর্তন ঘটা সম্ভব তখনই যখন সেটি শব্দ বা বাক্যে, অন্যান্য ধ্বনির প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়।

শব্দস্থিত ধ্বনি তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়।

ভাষাব্যবহারকারী মানুষের নানা শারীরিক ক্রিয়া, মানসিক অবস্থা বা ভাষা পরিবেশ ধ্বনিপরিবর্তন ঘটাবার অন্যতম কারণ।

ধ্বনির পরিবর্তনের প্রক্রিয়া স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়।

ধ্বনি পরিবর্তনের যাবতীয় দৃষ্টান্তগুলিকে আমরা সাধারণ চারটি সূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারি।

তবে এইসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যে ধ্বনি পরিবর্তনের এই যে বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত হলে, এগুলি বাংলাভাষার ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। এই প্রক্রিয়া বা ধারাগুলি অন্যভাষায় নাও থাকতে পারে।

১৮.৮ অনুশীলনী

১। **নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের মধ্যেপার্থক্য নির্দেশ করুন:**
সমীভবন ও দ্বিত্বীভবন, স্বরসঙ্গতি ও অপিনিহিতি, স্বরাগম ও স্বরভক্তি, ঘোষীভবন ও অল্পপ্রাণীভবন।

২। **সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করুন (দৃষ্টান্ত সহ):**

অতিশ্রুতি, স্বরাগম, মূর্ধণ্যীভবন, বিনাসিক্যীভবন, মহাপ্রাণীভবন, অঘোষীভবন, বিষমীভবন।

৩। **নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন কোন নিয়ম কার্যকর হয়েছে তা নির্দেশ করুন:**

ধর্ম > ধম্ম, মুক্তা > মুকুতা, মিষ্ট > মিষ্টি, একেবারে > এক্কেবারে, রাতি > রাইত > রাত, আম্র > আম, মেজদিদি > মেজদি, কাঁটাল > কাঁঠাল।

৪। **দৃষ্টান্তসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করুন:**

(ক) ধ্বনি পরিবর্তনের সক্রিয় বক্তা-শ্রোতার মানসিক কারণ।
(খ) ধ্বনি পরিবর্তনের সাধারণ সূত্রাবলী।
(গ) বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বিয়োজনমূলক প্রক্রিয়া পরিবর্তন।
(ঘ) বাংলা স্বরধ্বনির রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন।
(ঙ) বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান-বিনিময়মূলক পরিবর্তন।

১৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. রামেশ্বর শ–সাদারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।
২. ড. সুকুমার সেন–ভাষার ইতিবৃত্ত।
৩. ড. জীবেন্দু রায়–বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।
৪. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য–ভাষাবিদ্যা পরিচয়।

১৮.১০ উত্তর সংকেত

১। ১৮.৬.৪ অংশ দেখুন। ১৮.৫.৩, ১৮.৫.১ এবং ১৮.৬.৪ অংশ দেখুন।

২। ১৮.৫.৩, ১৮.৫.১ ও ১৮.৬.৪ অংশ দেখুন।

৩। ধর্ম > ধম্ম–সমীভবন (পরাগত)।

মুক্তা > মুকুতা–বিপ্রকর্ষ / স্বরভক্তি।

মিষ্ট > মিষ্টি–ধ্বনি সংযোগ সংযোজন।

একেবারে > এক্কেবারে– দ্বিত্বীভবন।

রাতি > রাইত > রাত –অভিশ্রুতি।

আম্র > আম–অন্ত্যস্বরলোপ।

মেজদিদি > মেজদি–সমাক্ষরলোপ।

কাঁটাল > কাঁঠাল–মহাপ্রাণীভবন।

৪। ক) ১৮.৩ (গ) এর অংস দেখুন।

খ) ১৮.৪ অংশ দেখুন।

গ) ১৮.৬.২ অংশ দেখুন।

ঘ) ১৮.৫. ১-৪ অংশ দেখুন।

ঙ) ১৮.৫ এবং ১৮.৬ এর সম্পূর্ণ অংশ দেখুন।